দৈনিক সংবাদ

28 NOV 1985

তারিখ 28 NOV 1985
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

012

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যা 1985

কিছুদিন পূর্বে আমাদের চিঠিপত্র বিভাগে একজন শিক্ষক বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির ওপর একটি বিস্তারিত চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিখানি আমরা প্রকাশ করেছিলাম। [illegible]

উপরোক্ত চিঠির লেখক শিক্ষক মহোদয় তাঁর চিঠির শুরুতেই বলেছিলেন: "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, কথাগুলো অর্থবহ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বেসরকারী শিক্ষকদের প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী চালু রয়েছে, সে দেশে শিক্ষার নামে চলে শুধু প্রহসন।" পত্রলেখকের এই উক্তিতে দুঃখ ও বঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছে। এই চিঠির মধ্যে লেখক দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে বেসরকারী ও সরকারী স্কুলের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার উল্লেখ করে সেই পার্থক্য অনতিবিলম্বে দূর করার দাবী জানিয়েছিলেন। তাঁরই বক্তব্য অনুযায়ী, "একই শিক্ষা কারিকুলামের আওতাধীনে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষক বর্তমানে প্রতি মাসে বেতন পাচ্ছেন প্রায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। উপরি তাদের রয়েছে টাইম স্কেল, চিত্তবিনোদন ভাতা, উৎসব ভাতা, গ্রাচুইটি এবং পেনশনের নিশ্চয়তা। সেখানে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষক বর্তমানে প্রতি মাসে বেতন পাচ্ছেন সর্বসাকুল্যে অনূর্ধ্ব এক হাজার একশত টাকা মাত্র। তাও অনিশ্চিত।" একই বেতনের বৈষম্য রয়েছে অন্যান্য গ্রেডের শিক্ষক ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে। বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের জনৈক কর্মচারীও সম্প্রতি তার এক চিঠিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

উল্লিখিত দুটি চিঠিরই বক্তব্য এবং প্রশ্নের জবাব দান আমাদের ক্ষমতায় নেই। সেই দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থার। এবং নির্দিষ্ট ভাবে দেশের বিদ্যমান সরকারের। আমরা কেবল এই বলতে পারি, বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থাই যে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য একটা প্রচণ্ড এবং নির্মম প্রহসনে পরিণত হয়ে পড়েছে, তাই নয়। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই ক্রমাগত পরিমাণে প্রহসনে পর্যবসিত হচ্ছে। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার একটি অবাঞ্ছিত দিক এও বটে যে, সরকারের অনুসৃত ব্যবস্থাপনাগত নীতিকেই শিক্ষক সম্প্রদায় তথা শিক্ষাদানের মহৎ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একতা এবং সমমিতার সৃষ্টি না করে তাদের এক অংশকে অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে।

একদিকে যেমন একথা সত্য যে, সরকারী কর্মচারী এবং সরকারী শিক্ষকদের জন্য যে নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করা হয়েছে তাতে সরকারী শিক্ষকদের আর্থিক সংকট দূরীভূত হয়ে যায়নি, তেমনি অপরদিকে একথা অধিকতর সত্য যে, নতুন এই জাতীয় বেতন স্কেলের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীদের [illegible] তাঁদের ক্ষেত্রে আজো প্রয়োগ করা হয়নি এবং [illegible] সরকার থেকে তারও কোন নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। একজন পত্রলেখকের বিবৃতি অনুযায়ী এই প্রশ্নে সরকারের নিযুক্ত একটি কমিশন তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে এ বিষয়ে সরকারের নিকট ইতিপূর্বে তাদের রিপোর্ট এবং সুপারিশ পেশ করেছেন। কিন্তু তারপরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এটাই সবচাইতে পরিতাপের বিষয়। বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যার তুলনায় বহুগুণ বেশী। "আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ শিক্ষার্থীর দায়দায়িত্ব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত"—উল্লিখিত শিক্ষকের একথাও কমবেশী সত্য।

আমরা বুঝি, দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার পুরো দায়িত্ব রাতারাতি সরকারের পক্ষে নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। সরকারী-বেসরকারী বেতন-ভাতার বৈষম্য দূরীকরণও সময়সাপেক্ষ। সরকার বর্তমানে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের একটা অংশ এবং মহার্ঘ ভাতাসহ অপর কিছু ভাতা প্রদান করে বেসরকারী স্কুলের আর্থিক সঙ্গতিতে কিছুটা সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু সে সাহায্যের পরিমাণও নতুন জাতীয় স্কেলের সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা হয়নি। এর ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষোভ ও দুর্ভোগ উভয়ই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের বিদ্যমান সার্বিক পরিস্থিতি যথার্থই সংকটজনক। বহু বিদ্যালয়ই, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেয় অংশটি দিতে পারে না। যতটা দেয়া হয় তা-ও অনিয়মিত। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রধানত: নির্ভর করতে হচ্ছে সরকার প্রদত্ত অংশের ওপর। কাজেই বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের-বেতন ভাতা আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি এবং এর অনুকূলে সরকারী অনুদান বৃদ্ধির ব্যবস্থা আর কালবিলম্ব না করে করা আবশ্যক। অন্যথায় শিক্ষক সম্প্রদায়ের কিছু অংশকে সরকারী বলে সামান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে অপর অংশকে বেসরকারী বলে তা থেকেও বঞ্চিত রেখে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই যে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হবে এ বিষয়টি আমরা কর্তৃপক্ষকে জরুরী-ভাবে অনুধাবন করতে বলি।